শ্রীমদ্গীতাসারঃ

শ্রীমদ্‌গীতাসারঃ।

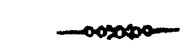

শ্রীভগবানুবাচ।

গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অর্জ্জুনায়োদিতং পুরা।
অষ্টাঙ্গযোগযুক্তাত্মা সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥ ১॥
আত্মলাভঃ পরো নান্য আত্মা দেহাদিবর্জ্জিতঃ।
রূপাদিহীনো দেহান্তঃকরণত্বাদিলোচনম্॥ ২॥
বিজ্ঞানরহিতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তোঽহং প্রতীয়তে।
নাহমাত্মা চ দুঃখাদি সংসারাদিসমন্বয়াৎ॥ ৩॥
বিধূম ইব দীপ্তার্চ্চিরাদীপ্ত ইব দীপ্তিমান্।
বৈদ্যুতোগ্নিরিবাকাশে হৃৎসঙ্গে আত্মনাত্মনি॥ ৪॥
শ্রোত্রাদীনি ন পশ্যন্তি স্বং স্বমাত্মানমাত্মনা।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ ক্ষেত্রজ্ঞস্তানি পশ্যতি॥ ৫॥

ভগবান্ কহিলেন, আমি (ব্রহ্মবিদ্যা নামক) গীতাসার বলিব। ইহা পূর্ব্বে অর্জ্জুনের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। সর্ব্ববেদান্তপারগ ব্যক্তিই অষ্টাঙ্গ যোগযুক্তাত্মা হয়॥ ১॥

আত্মলাভই পরম লাভ, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। এই আত্মা দেহাদিবর্জ্জিত, রূপাদিবিহীন এবং দেহান্তরস্থ লোচনাদি ইন্দ্রিয়-স্বরূপ॥ ২॥

প্রাণ বিজ্ঞানরহিত হইলেই আমি সুষুপ্ত ছিলাম, এইরূপ প্রতীতি হয়। আমি আত্মা, সংসারাদি সংসর্গবশতঃ আমার কোনরূপ দুঃখ হয় না॥ ৩॥

যেমন বিধূম অগ্নি দীপ্তি পায়, সেইরূপ আত্মা স্বয়ং প্রদীপ্ত হয়েন। আর যেমন আকাশে বিদ্যুতাগ্নির প্রকাশ হয়, সেইরূপ হৃদয়ে আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকেন॥ ৪॥

শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের কোনরূপ জ্ঞান নাই, তাহারা আপনাকেও জানিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী আত্মাই সেই সকল ইন্দ্রিয় দর্শন করেন॥ ৫॥

যদা প্রকাশতে হ্যাত্মা পটে দীপো জলন্নিব।
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ। ৬॥
যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মহাভূতানি পঞ্চকম্॥ ৭॥
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারমব্যক্তং পুরুষস্তথা।
প্রসংখ্যানপরাব্যাপ্তৌ বিমুক্তো বন্ধনৈর্ভবেৎ॥ ৮॥
ইন্দ্রিয়গ্রামমখিলং মনসাভিনিবেশ্য চ।
মনশ্চৈবাপ্যহঙ্কারে প্রতিষ্ঠাপ্য চ পাণ্ডব॥ ৯॥
অহঙ্কারং তথা বুদ্ধৌ বুদ্ধিঞ্চ প্রকৃতাবপি।
প্রকৃতিং পুরুষে স্থাপ্য পুরুষং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ॥ ১০॥
নবদ্বারমিদং গেহং তিস্রগুণাং পঞ্চসাক্ষিকম্।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যো বেদ স বরঃ কবিঃ॥ ১১॥
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
জ্ঞানযজ্ঞস্য সর্ব্বাণি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ১২॥

উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় যখন আত্মা চিত্তপটে প্রকাশ পায়, তখনই পুরুষের পাপকর্ম্ম ক্ষয় হইয়া জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়॥ ৬॥

যেমন আদর্শতলে দৃষ্টি করিলে আপনাকে দেখিতে পায়, সেইরূপ আত্মাতে দৃষ্টি করিতে পারিলেই পঞ্চ মহাভূতের দর্শন হইয়া থাকে॥ ৭॥

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অব্যক্ত পুরুষ এই সকলের প্রসংখ্যান দ্বারা বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে॥ ৮॥

মনে ইন্দ্রিয় সকলের অভিনিবেশ করিয়া মনকে অহঙ্কারে স্থাপিত করিবে এবং অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে, প্রকৃতিকে পুরুষে এবং পুরুষকে পরব্রহ্মে বিলীন করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলেই "অহং ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, তখনই সেই পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকে॥৯-১০॥

নবদ্বারবিশিষ্ট গুণত্রয়ের আশ্রয় পঞ্চভূতাত্মক আত্মাধিষ্ঠিত দেহকে যে জ্ঞানী ব্যক্তি জানিতে পারেন, তাঁহাকে মহাকবি বলা যায়॥ ১১॥

শত অশ্বমেধ এবং সহস্র বাজপেয় এই জ্ঞানযজ্ঞের ষোড়শাংশ ফলও প্রদান করিতে পারে না॥ ১২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যমশ্চ নিয়মঃ পার্থ আসনং প্রাণসংযমঃ।
প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং ধারণার্জ্জুন সপ্তমী।
সমাধিরিতি চাষ্টাঙ্গো যোগ উক্তো বিমুক্তয়ে॥ ১৩॥
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
হিংসাবিরামকো ধর্ম্মো হ্যহিংসা পরম্ সুখম্॥ ১৪॥
বিধিনা যা ভবেদ্ধিংসা সা ত্বহিংসা প্রকীর্ত্তিতা।
সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৫॥
স্তেয়ঞ্চ দ্রব্যাপহরণং চৌর্য্যাদ্বাথ বলেন বা।
স্তেয়ং তস্যানাচরণং অস্তেয়ং ধর্ম্মসাধনম্॥ ১৬॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥ ১৭॥

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গযোগ মুক্তির নিমত্ত উক্ত হইয়াছে॥ ১৩॥

কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে হিংসার নিবৃত্তি করিবে, কার অহিংসাই পরম ধর্ম্ম ও পরম সুখ॥ ১৪।

বিধি পূর্ব্বক অর্থাৎ যাগাদিতে যে পশুবলিদানাদিরূপ হিংসা করা যায়, তাহা হিংসা নহে। সর্ব্বদা সত্য ও প্রিয়বাক্য বলিবে, কদাচ সত্য অথচ অপ্রিয়বাক্য কহিবে না, আর প্রিয় অথচ মিথ্যাবাক্যও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম॥ ১৫॥

চৌর্য্য অথবা বলপূর্ব্বক যে পরদ্রব্যের অপহরণ, তাহাকেই স্তেয় বলে, কখন স্তেয়কার্য্য করিবে না, যেহেতু, অস্তেয়ই ধর্ম্মসাধন॥ ১৬॥

সর্ব্বদা ও সর্ব্বাবস্থাতে কর্ম্ম দ্বারা, মনো দ্বারা ও বাক্য দ্বারা মৈথুন পরিত্যাগ করিবে, ইহাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া থাকে॥ ১৭॥

দ্রব্যাণামপ্যনাদানমাপৎস্বপি তথেচ্ছয়া ।
অপরিগ্রহমিত্যাহুস্তং প্রযত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮
দ্বিধা শৌচং মৃজ্জলাভ্যাং বাহ্যং ভাবাদথান্তরম্
যদৃচ্ছালাভতুষ্টিঃ সন্তোষঃ সুখলক্ষণম্ ॥ ১৯ ।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমন্তপঃ ।
শরীরশোষণং বাপি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ ॥ ২০ ॥
বেদান্তশতরুদ্রীয়প্রণবাদিজপং বুধাঃ ।
সত্ত্বশুদ্ধিকরং পুংসাং স্বাধ্যায়ং পরিচক্ষতে ॥ ২১ ॥
স্তুতিস্মরণপূজাদি বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ ।
অনিশ্চলা হরৌ ভক্তিরেতদীশ্বরচিন্তনম্ ॥ ২২ ॥
আসনং স্বস্তিকং প্রোক্তং পদ্মমর্দ্ধাসনন্তথা ।
প্রাণঃ স্বদেহজো বায়ুরায়ামস্তন্নিরোধনম্ ॥ ২৩ ।

আপদ্‌সময় উপস্থিত হইলেও যে ইচ্ছাপূর্ব্বক দ্রব্য গ্রহণ করা যায় না, তাহাকেই অপরিগ্রহ বলা যায়। সাধুব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক পরিগ্রহ বর্জ্জন করিবে ॥ ১৮ ॥

শৌচ দ্বিবিধ,—বাহ্য ও আন্তর। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্য এবং ভাবদ্বারা আন্তরশৌচ হইয়া থাকে । যদৃচ্ছালব্ধতে যে তুষ্টি, তাহার নাম সন্তোষ, এই সন্তোষ সর্ব্বপ্রকার সুখের কারণ ॥ ১৯ ॥

মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে একাগ্রতা, তাহাই পরম তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি দ্বারা যে শোধন, তাহাকেও তপস্যা কহিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

পুরুষের সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত যে বেদান্ত ও শতরুদ্রীয় পাঠ এবং, ওঙ্কারাদি মন্ত্রজপ, তাহাকেই পণ্ডিতগণ স্বাধ্যায় বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ২১ ॥

স্তব, নামস্মরণ, পূজাদি এবং কায়মনোবাক্যে যে হরিতে অচলা ভক্তি, তাহাকেই ঈশ্বরচিন্তা বলা যায় ॥ ২২ ॥

স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন ও অর্দ্ধাসন ইহারাই আসনস্বরূপ প্রতিপাদ্য। আর স্বীয় দেহগত বায়ুর নাম প্রাণ এবং সেই বায়ুনিরোধকে প্রাণায়াম বলিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বসৎসিব।
নিরোধঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ প্রত্যাহারস্তু পাণ্ডব॥ ২৪॥
মূর্ত্তামূর্ত্তব্রহ্মরূপচিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে।
যোগারম্ভে মূর্ত্তহরিং অমূর্ত্তমপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫॥
অগ্নিমণ্ডলমধ্যস্থো বায়ুর্দেবশ্চতুর্ভুজঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুক্তঃ কৌস্তুভসংযুতঃ॥ ২৬॥
বনমালী কৌস্তুভেন বর্জিতোঽহং ব্রহ্মসংজ্ঞকঃ।
ধারণেত্যুচ্যতে চেয়ং ধার্য্যতে যন্মনোলয়ে॥ ২৭॥
অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরভিধীয়তে।
অহং ব্রহ্মাস্মি বাক্যাচ্চ জ্ঞানান্মোক্ষো ভবেন্নৃণাম্॥ ২৮॥
শ্রদ্ধয়ানন্দচৈতন্যং লক্ষয়িত্বা স্থিতস্য চ।
ব্রহ্মাহমস্মাহং ব্রহ্ম অহং-ব্রহ্ম-পদার্থয়োঃ॥ ২৯॥

ইন্দ্রিয়গণ অসদ্‌বিষয়ে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বিষয় হইতে নিবারণ করিবে। হে পাণ্ডব! এইরূপ ইন্দ্রিয়নিরোধকে সাধুগণ প্রত্যাহার বলিয়া থাকেন॥ ২৪॥

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপচিন্তনকে ধ্যান কহিয়া থাকে, যোগারম্ভ-কালে হরিকে চিন্তা করিবে, অনন্তর সেই ব্রহ্মরূপ ধ্যান করিতে হইবে॥ ২৫॥

তেজোমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ কৌস্তুভচিহ্ন-বিবর্জিত বনমালী বায়ুরূপ ব্রহ্মসংজ্ঞক দেব বিদ্যমান আছেন, মনকে লয় করিয়া উক্ত দেবকে ধারণা করিতে পারিলেই ধারণা হয় এবং উক্ত ধারণাকেই ধারণা বলা যায়॥ ২৬-২৭॥

"আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানে যে অবস্থিতি, তাহাকেই সমাধি বলে। "আমি ব্রহ্ম" এই বাক্য ও জ্ঞান হইতেই মনুষ্যের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে॥ ২৮॥

শ্রদ্ধাপূর্ব্বসর সচ্চিদানন্দকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত হইলে "আমিই ব্রহ্ম এবং "ব্রহ্মই আমি" এইরূপ অহং ও ব্রহ্ম পদার্থের পরিজ্ঞান হয়॥ ২৯॥

হরিরুবাচ।

গীতাসারং ইতি প্রোক্তং বিধিনাপি ময়া তব।
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি সোঽপি মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩

ইতি ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
শ্রীমদ্গীতাসারঃ সমাপ্তঃ॥

হরি কহিলেন, আমি যথাবিধি গীতাসার তোমার নিকট বলিলাম যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়॥ ৩০॥